দৈনিক ইত্তেফাক

30

তারিখ ... 12 MAR 1996
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক এখনও দুষপ্রাপ্য

পটুয়াখালীর বাউফল থানা ও বরগুনা জেলার ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা বিশেষ করিয়া গরীব ছাত্রছাত্রীরা তাহাদের বোর্ডের পাঠ্য-পুস্তক এখনও কিনিতে পারে নাই। কারণ বইগুলি বাজারে পাওয়া যাইতেছে না। কচিৎ মিলিলেও উহার জন্য যে দাম হাঁকানো হইতেছে তাহা তাহাদের সাধ্যের বাহিরে। খবর ইত্তেফাকের স্থানীয় সংবাদদাতাদের।

বাউফল (পটুয়াখালি) ॥ বাউফল থানার সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে

(৪থ পৃঃ দ্রঃ)

ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণীর

(৩য় পৃঃ পর)

ঈদের পর ক্লাস শুরু হইলেও ৬ষ্ঠ ও নবম শ্রেণীর শতকরা ৯০ জন ছাত্র-ছাত্রী বোর্ডের পাঠ্য পুস্তক সংগ্রহ করিতে পারে নাই। স্থানীয় লাইব্রেরীগুলিতে বই পাওয়া যাইতেছে না। ঈদের আগে সামান্য কিছু বই দুই তিনগুণ বেশি মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে যাহা গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে কেনা সম্ভব হয় নাই।

৯ম শ্রেণীর বাংলা বইয়ের দাম ৪১ টাকা, বিক্রয় হইতেছে ৯০ হইতে ১০০ টাকা। ষষ্ঠ শ্রেণীর, অংক বইয়ের দাম ২৬ ৪০ পয়সা, বিক্রয় হইতেছে ৬০ হইতে ৬৫ টাকায়।

বরগুনা (দক্ষিণ) ॥ গোটা বরগুনা জেলার সকল পুস্তকের দোকানে ষষ্ঠ ও ৯ম শ্রেণীর বোর্ড প্রকাশিত পাঠ্য পুস্তকের ব্যাপক সঙ্কট চলিতেছে। এই ফাঁকে এক শ্রেণীর পুস্তক ব্যবসায়ী কালোবাজারে চড়া দামে বই বিক্রয় করিতেছে।

বোর্ডের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর বাংলাই ৪০ টাকা। অংক বই ৭০ টাকা, ইংরেজী ৪০ টাকা, সমাজ বিজ্ঞান ৩০ টাকা, বিজ্ঞান বই ৪৫ টাকা, ইসলাম ধর্ম ৪০ টাকায় বিক্রয় হইতেছে। নবম শ্রেণীর বাংলা ১০০ টাকা, অংক ৫০ টাকা, ইংরেজী ৫০ টাকা করিয়া বিক্রয় হইতেছে। নবম শ্রেণীর এই পর্যন্ত ৭টি বই বোর্ড হইতে প্রকাশিত হয় নাই।

অধিক দামে বই বিক্রয় করা সম্পর্কে বই ব্যবসায়ীরা জানায়, তাহারা ঢাকার পাইকারী দোকান হইতে চাহিদা মাফিক বই সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না। পাইকারী মোকাম হইতেই তাহারা বেশী দামে বই ক্রয় করিতে বাধ্য হইতেছে। তাহা ছাড়া পাঠ্য বইর সাথে নোট বই নেওয়া বাধ্যতামূলক অন্যথায় বই দেওয়া হয় না।